দৈনিক
ইনকিলাব

0 2 FEB 2007

ইনকিলাব : অমর একুশে বইমেলা '০৭ উদ্বোধনের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বইমেলা ঘুরে দেখেন

কেউ কেউ জবাবদিহিতা ছাড়াই অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ছে

নৈরাজ্য বৈষম্য চলতে দেয়া যায় না

একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু হয়েছে গতকাল (বৃহস্পতিবার)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গতকাল বিকালে জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এ মেলার উদ্বোধন করেন। মেলা উদ্বোধনের পর প্রধান উপদেষ্টা পাঁচ ভাষা শহীদকে নিয়ে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে স্থায়ীভাবে ব্রোঞ্জ ও টেরাকোটার মাধ্যমে নির্মিত ভাস্কর্য 'মোদের গরব' উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বর্তমান সময়কে জাতির সঙ্কটকাল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই সঙ্কটকালে সবচেয়ে বেশী জরুরী একটি ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। তিনি বলেন, আজ জ্ঞানের চেয়ে পেশিশক্তি, অসমতা, কালো টাকার দাপট অনেক বেশী। কেউ কেউ কোন প্রকার জবাবদিহিতা ছাড়া অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ছে, কেউ রয়ে যাচ্ছে হতদরিদ্র। এই নৈরাজ্য, বৈষম্য চলতে দেয়া যায় না। সমাজের সর্বস্তরে তাই আজ জবাবদিহিতা.

৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নৈরাজ্য বৈষম্য চলতে দেয়া যায় না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা জরুরী। এ জন্য জনমনে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি করাও সমান জরুরী বলে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে জ্ঞানী, গুণী, মেধাবী, যোগ্যদের সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরিবেশ তৈরীতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক আর সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভীদের বাদ দিয়ে জ্ঞানী-গুণী, ত্যাগী নিবেদিত আর সৎ যোগ্য মানুষের নেতৃত্বে একটি ন্যায়বিচার ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য আমাদের বায়ান্ন আর একাত্তরের মতো ইস্পাতকঠিন ঐক্য গড়ে তোলে একযোগে কাজ করতে হবে।

গতকাল বিকাল ৩টায় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর সূচনা সঙ্গীত, কোরআন তেলাওয়াত, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক মঈনুল হাসান স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এ বি এম আবদুল হক চৌধুরী এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দেন শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী। এছাড়া অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা ছাড়াও তিন বাহিনীর প্রধানসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, কবি, সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, অমর একুশ দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের এক মূর্ত প্রতীক। একুশ আমাদের অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শেখায়। আমাদের শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায় একুশ। আমার বিশ্বাস, একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজকের এই ক্রান্তিকালে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, আমরা সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, পুস্তক প্রকাশনার প্রসার ও বিকাশ, বাজারজাতকরণ, সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট মানের বই মুদ্রণ, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিসহ গ্রন্থ প্রকাশনায় আমূল পরিবর্তন আনা আজ সময়ের দাবী। তিনি সংশ্লিষ্টদের আর কালক্ষেপণ না করে জাতীয় গ্রন্থনীতির সময়োপযোগী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে বলেন।

প্রকাশকদের লক্ষ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা অবশ্যই আপনাদের পুস্তকের কপি জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগারে জমা দেবেন। আর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের অনুরোধ করে বলেন, আপনারা পাঠাভ্যাসকে উৎসাহিত করতে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করুন।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে একাডেমী প্রকাশিত সকল বই-পুস্তক, প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ভবিষ্যতে এই প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজগুলো যাতে ওয়েব সাইট বা অন-লাইনে পাওয়া যায় সেই আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি একাডেমী কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দেন।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অমর একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের শৌর্য-বীর্য, মনন-মনীষা, দেশপ্রেম ও জাতিসত্তার চেতনার মূর্ত প্রতীক। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একুশের ধারাবাহিকতায় একাত্তরের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের। স্বাধীন এই বাংলাদেশেও একুশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। অমর একুশ আজও আমাদের আলোর পথ দেখায়। আমাদের চেতনা, মুক্তচিন্তা ও দেশপ্রেমকে করে শাণিত।

তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের ফসল-বাংলা একাডেমী। বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নয়ন এবং পুস্তক প্রকাশনা ও গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আর সে কর্মপ্রয়াসের অংশ হিসেবে এই অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন। এ গ্রন্থমেলার মাধ্যমে বাংলা একাডেমী দেশের প্রকাশনা শিল্পের লালন ও পরিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, একুশের বইমেলা মানে একুশের চেতনাসমৃদ্ধ আবেগ ও উচ্ছ্বাসমুখর প্রাণের মেলা। বইয়ের প্রকাশনা, বণ্টন, বিক্রয়, জ্ঞানের বিকাশ আর গুণীজনের সম্মিলনের এক বড় আয়োজন এ বইমেলা। ইতিহাসের বিবর্তনে আজ এটি বিরাট এক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'তরুণ প্রজন্ম, লেখক, কবি, বিদগ্ধ সমাজ দেশ ও দশের পরিস্থিতি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্য দিয়ে এই মেলা হয়ে ওঠে যুক্তি, তর্ক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র। এখানে জ্ঞানের প্রতি যে কৌতূহল, মানুষে মানুষে যে সম্প্রীতি আর ঐক্য আমরা দেখি- আমার বিশ্বাস, এটিই আমাদের জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি। আমাদের এই ঐক্য ও শক্তিকে যে কোন মূল্যে অটুট রাখতে হবে।'

বইকে জাতির ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বই। অনুভূতি ও বিবেককে জাগানোর জন্য প্রয়োজন বই। জ্ঞানচর্চা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রধান মাধ্যম গ্রন্থ। গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থমেলা একে অন্যের পরিপূরক। এ মেলা তাই গ্রন্থমনস্কতা, পাঠাভ্যাস বাড়াতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমি আশা করবো, বইকে সহজলভ্য করতে ও সমাজে গ্রন্থমনস্কতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো উদ্যোগী হবেন। দেশের গৌরবময় প্রকৃত ও নিরপেক্ষ ইতিহাস এবং গণমানুষের জীবন দর্শন রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন। দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ, সংস্কৃতির ভিন্নতাকে সংরক্ষণ করা, বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রসার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাই ব্রতী হবেন। একই সঙ্গে অন্যান্য সংস্কৃতির মননশীলতার নতুন মাধ্যমকে তুলে ধরবেন এ দেশের সবার কাছে।' বই পড়ার জন্য পাঠক সৃষ্টিতে, নিরক্ষরতা দূর ও শিক্ষার হার বাড়াতে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির ভাষণে আইয়ুব কাদরী বলেন, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা কোন জাতির প্রাণশক্তি। এ শক্তি জাতির অগ্রগতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা জাতিকে উন্নতির সহায়ক। তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বই পাঠ কমেছে ঠিক, কিন্তু একটি ভালো বই এখনো একটি জাতিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। আর তা শুরু হতে হবে 'ঘর' থেকে। উপদেষ্টা বলেন, বাংলা ভাষার পাশাপাশি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাকেও আমি স্বাগত জানাই। তাদের ভাষায়ও বই প্রকাশের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রথম দিনের বইমেলা

প্রধান উপদেষ্টার উদ্বোধনের পর সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেয়া হয় মেলা চত্বর। কিন্তু বইপ্রেমীদের মেলায় প্রবেশ করতে হয় গর্তের ভেতর দিয়ে। প্রবেশ একমাত্র গেটটিও আধো খুলে দিয়ে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর অতি বাড়াবাড়ির কারণে খুলে দেয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেলায় দীর্ঘ লাইনের সৃষ্টি হয়। উত্তরে টিএসসি এবং দক্ষিণে দোয়েল চত্বর ছাড়িয়ে যায় মেলায় আগত বইপ্রেমীদের লাইন। মেলার প্রথম দিনে রাত পর্যন্ত বইপ্রেমীরা ঘুরেফিরে দেখে পুরো মেলা-প্রাঙ্গণ। এদিকে মেলার অধিকাংশ স্টলের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে অধিকাংশ স্টল এখনো পুরোপুরি সাজেনি। তবে আজ-কালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন স্টল মালিকরা।